রচনাধর্মী প্রশ্ন

প্রশ্ন ঃ জুনাগড় শিলালেখ বা গীর্ণার প্রশস্তির বিষয়বস্তু বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ জুনাগড় শিলালেখ বা রুদ্রদামনের গীর্ণার প্রশস্তির রচয়িতার পরিচয় উক্ত শিলালেখ থেকে পাওয়া যায় না, কেবল রুদ্রদামনের কীর্তিরই উল্লেখ আছে, তাই এটি রুদ্রদামনের শিলালেখ নামে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। এটির বর্ণনীয় বিষয় পরোক্ষভাবে রুদ্রদামনের কীর্তি ও মহত্ত্ব হ'লেও প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায়, গিরিনগরে স্থিত একটি তড়াগ বা হ্রদ বা সরোবরের এবং তার সঙ্গে যুক্ত একটি সেতুবন্ধের পুনর্নির্মাণের কাহিনী। সংক্ষিপ্তবিষয়বস্তু হ'লো—'গিরি নগরে মাটি ও পাথরে গড়া সুদর্শন নামে একটি যথার্থ সুদর্শন হ্রদ ছিল। তাতে ছিল একটি স্বাভাবিক সেতু আর আবর্জনা বাহির হওয়ার জন্য কতকগুলি প্রণালী বা জলনালী।

তারপর মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের রাজত্বকালে যখন তাঁর বয়স বাহান্তর বছর তখন একসময় অঘ্রান মাসে হঠাৎ প্রচণ্ড বৃষ্টি ও ভয়ংকর ঝড় দেখা দিল। সুবর্ণসিকতা, পলাশিনী প্রভৃতি পার্বত্য নদীগুলির জলস্ফীতি ঘটল। নদীর জলের উচ্ছ্বাস আর প্রলয়কালীন ঝড়ে সমস্ত প্রতিকার ব্যর্থ করে পর্বতের চূড়া, গাছ, বাড়ীর ছাদ সবকিছু ভেঙে পড়ল। ঐ সমস্ত পড়ে নদীর তলদেশ খুলে গেল, তড়াগে সৃষ্টি হ'লো এক বিরাট ফাটল—চারশ কুড়ি হাত লম্বা ও চারশ কুড়ি হাতই চওড়া এবং পঁচাত্তর হাত গভীর ঐ ফাটল দিয়ে হ্রদের সব জল বেরিয়ে গেল, হ্রদটি বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হ'লো।

এ হ্রদটি প্রথমে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সামন্ত রাজা পুষ্যগুপ্ত নির্মাণ করেছিলেন, তারপর মৌর্য অশোকের সামন্তরাজা তুষাস্প সেটিতে কয়েকটি জলনালী যোগ করেন।

অতঃপর রুদ্রদামনের সময় হ'লো ঐ ঘটনা।

রুদ্রদামন যেন মাতৃগর্ভে জন্মান অবস্থা থেকেই রাজগুণের অধিকারী ছিলেন। উত্তস্থানের সকল বর্ণের মানুষ তাঁকে রাজা হিসাবে বরণ করলে তিনিও প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি জীবদ্দশায় যুদ্ধছাড়া কাকেও হত্যা করবেন না। তবে সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুকে রেহাই দিতেন না। তিনি নিজের পরাক্রমে আকর, অবন্তি, সুরাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যগুলি অধিকার করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়েছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয়দের দ্বারা 'বীর' আখ্যা লাভ করেছিলেন। তাঁর একটি বড় গুণ ছিল যে, তিনি লোভী অথবা প্রতিহিংসাপরণায়ণ ছিলেন না। তিনি অসংখ্য

Scanned with CamScanner

রাজ্য জয় করলেও বিজিত রাজাদের আনুগত্যটুকু নিয়েই তাঁদের স্ব স্ব রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

তিনি যেরূপ বীর ছিলেন, সেইরূপই ধার্মিক ও বিদ্যোৎসাহী এবং বিদ্বান ছিলেন। সমস্ত বিদ্যাতেই তিনি নৈপুণ্য লাভ করেছিলেন। তাঁর রাজকোষও ছিল মণি-মাণিক্যের আকরের মত। তিনি ছিলেন বহুবল্লভ। তাঁর ঐ সমৃদ্ধ রাজকোশ তাঁর নিজের সুখভোগে ব্যয়িত হত না, প্রজাদের কল্যাণের জন্যই সমস্ত ধনসম্পদ বিনিয়োগ করতেন।

তিনি প্রজাদের নিকট থেকে কোনরূপ কর না নিয়েই প্রজাদের উপকারার্থে সুদর্শন তড়াগের সেতুবন্ধটিকে পূর্বাপেক্ষা তিনগুণ দৃঢ় করে নির্মাণের জন্য সিদ্ধান্ত নিলে রাজকোষ থেকে প্রভুত অর্থক্ষয়ের ভয়ে তাঁর মন্ত্রীবর্গ উক্ত কর্মে তাঁকে নিরুৎসাহ করে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেছিলেন; তথাপি মহাক্ষত্রপ প্রজারঞ্জক রুদ্রদামন প্রজাদের আকুল আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন নি। বরং যোগ্যতা দেখে উক্ত কাজের জন্য তিনি আনর্ত ও সুরাষ্ট্রের অধিপতি অমাত্য সুবিশাখকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনিওতাঁর কর্মদক্ষতায় রুদ্রদামনের ইচ্ছানুসারে সুদর্শন তড়াগটিকে অধিকতর সুদর্শন করেছিলেন।

Scanned with CamScanner